বায়ুরোগ

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

হাঁসখালি থেকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা বেয়েযাচ্ছিলাম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। বগুলা স্টেশনে নেমে সোজা পাকা রাস্তা।দুপুরের পর একাই হেঁটে চলেছি, পথে বড় একটা লোকজন নেই, বৃষ্টির দিন, আকাশমেঘান্ধকার, জোলো হাওয়া বইছে, রাস্তারদু'ধারের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ জলপড়ছে, দিনটা ঠাণ্ডা, রাস্তা হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত দিন বটে।

ডোমচিতি, গোয়ালবাগি ছাড়িয়েছি। রাস্তার দু'ধারে ঘন ঘন বাগান। আরও আট-দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। একটা বাঁধানো সাঁকোর ওপর বিশ্রাম করব বলে বসেছি, এমন সময় আর একজন পথ-চল্‌তি লোক এসে আমার সামনের সাঁকোটিতেবসল। খানিকটা বসে সে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর একটু সঙ্কোচের সুরেবললে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? তারপর দেশলাই নিয়ে বললে— আমার সঙ্গে তামাক আছে। একটু তামাক সাজব, খাবেন?

বললুম—না দরকার নেই। আমি—

লোকটা যেন একটু দুঃখিত হল। বললে—না কেন বাবু, খান না? আমি সেজেদিচ্ছি। এমন সুরে বললে যে, আমার জন্যে তামাক না সাজতে পেরে তার মনে যেনসুখ নেই। একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম ওর দিকে, চিনিনে শুনিনে কোনো কালে, আমি তামাক খাই না খাই তাতে ওর কি আসে যায়?

অগত্যা বললুম—সাজ—

এইবার তাকে ভালো করে দেখলুম। বয়েস ত্রিশের মধ্যে, মুখশ্রী কাঁচা, লম্বা লম্বাচুল। গায়ে একটা খাকির শার্ট। কিন্তু ওর চোখ দুটো এত শান্ত ও এত নিরীহ যে, দেখলেই তার ওপর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসে না। একটা ভাঙা ছাতি আর একটা বোঁচকা ওর সম্বল, ধরন-ধারণে নিছক খাঁটি ভবঘুরে।

দু'জনে একদিকেই পথ চলতে আরম্ভ করলুম তারপর থেকে। মামুদপুরের বাজারে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটি মুদীর দোকানে রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিলুম দুজনেই—কারণ সবাই বললে—এখন দুর্ভিক্ষের সময়, সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটা নিরাপদ নয়।অনেক সময় সামান্য পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সেব্রাহ্মণের ছেলে, নদীয়া জেলাতেই কোন্ গ্রামে বাড়ি, সংসারে কেউ নেই, দেশে দেশেঘুরে বেড়ায়। বছরখানেক পথে-বিপথে ঘুরবার পরে সম্প্রতি নিজের গ্রামে ফিরেযাচ্ছে।

একটা স্বভাব দেখলুম তার, সাধারণের পক্ষে স্বভাবটা খুব অদ্ভুত বলতে হবে।লোকের এতটুকু উপকার করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কাছের লোককে কি করে খুশি করবে, এই হল তার জীবনে মস্ত বড় একটা নেশা।

রাত্রে সে-ই রান্না করলে। আমায় এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করতে দিলে না।

খেতে বসে আমি বুঝলুম লোকটা পাকা রাঁধুনী। পাকা রাঁধুনী বললে সবটা বলাহল না। রান্নার কাজে সে একজন শিল্পী। উঁচুদরের প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যিই অবাকহয়ে গেলাম তার রান্না খেয়ে।

বললাম—কোথায় শিখলে হে এমন চমৎকার রান্না?

ও বললে—কেউ শেখায়নি, এমনি হয়েচে।

—তুমি কলকাতায় কি অন্য কোথাও মোটা মাইনের চাকুরি পেতে পারো হে, রান্নার কাজে। ধরো কোনো বড়লোকের বাড়িতে। এ রকম করে বেড়াও কেন?

সে হেসে বললে—তাও করেচি। কিন্তু আমার একটা বাতিক আছে বাবু। সেজন্যে আর কোথাও চাকরি স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। সে কথাটা খুলে বলি তবে। সেটাকে একরকম রোগও বলতে পারেন। হয়তো বা বায়ুরোগ।

—আমি ম্যাট্রিক পাস করে ভেবেছিলুম আরও পড়বো, কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল ব'লে পড়ার খরচ চালানো গেল না, সুতরাং ছেড়ে দিতে হল।

তারপর চাকরির সন্ধানে বেরুই। সিংভূম জেলার একটা পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণজায়গায় খনি-সংক্রান্ত কি জরীপ হচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে জুটলাম। মস্তবড় মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েচে, অনেক লোক। আমি একজন ওভারসিয়ারেরতাঁবুতে রাঁধুনীর কাজ পেয়ে গেলাম। লোকটির বয়েস চল্লিশের ওপর হবে। একাই থাকে, একটা ছোকরা চাকর ছিল, আমি যাবার পরে তাকে জবাব দিয়ে দিলে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর মনিবের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা লক্ষ্য করলুম। কিসে সে খুশি হবে, কিসে তাকে তৃপ্তি দিতে পারব খাইয়ে, এই হল আমার একমাত্র লক্ষ্য। সে জিনিসটা একটা নেশার মতো আমায় পেয়ে বসল।সেই জংলী জায়গায় খাবার জিনিস মেলে না, আমি হেঁটে দূর দূর গ্রাম থেকে মাছতরকারী বহুকষ্টে সংগ্রহ করে এনে রাঁধতাম। মনিবকে সকল কথা খুলে বলতাম নাযে, কোথা থেকে কি জিনিস আনি। রান্না যতদূর সম্ভব ভালো করবার চেষ্টা করতাম, যাতে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

লোকটা যে ভালো লোক ছিল, তা নয়। মাইনে বাকি ফেলতে লাগল, বাজারের পয়সা চুরি করি, এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে করতো। আমি সে সব গায়ে মাখিনিকোনোদিন। চার মাস এই ভাবে কাটল। এই চার মাসে আমার অন্য কোন ধ্যান-জ্ঞানছিল না, কেবল মনিবকে ঠিক সময়ে দুটি খেতে দেব এবং ভালো খেতে দেব।

কিরকম—দু-একটা উদাহরণ দিই।

একবার শুনলাম মুংলী বলে একটা পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সাঁওতালরা বড় চিংড়ি মাছ ধরবে। মাছ জিনিসটা ওদেশে বড় দুর্লভ বস্তু। টাকা-পয়সা ফেললেই পাবারজো নেই। চিংড়ি মাছ আনবার জন্যে ভয়ানক পাথর-তাতা রৌদ্রের মধ্যে নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,

দেখা হবে মনে মনে।

আমার নিশীথ স্বপনে এসো

এসো তন্দ্রা আবরণে। সাত মাইলচলে গেলুম এবং মাছ নিয়ে ফিরে এসে রান্না করে খাওয়ালুম মনিবকে। সে কথাবললুমও না যে কোথা থেকে মাছ এনেছি।

চার মাস পরে রান্নার খ্যাতি ও প্রভুভক্তির কথা জরীপের তাঁবুর সর্বত্র ছড়িয়েপড়ল। সে দেশটাতে ভালো বাঙালী রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সকলেই আমার মনিবকেবেশ একটু হিংসের চোখে দেখতে লাগল, ক্রমে আমার কাছে চুপি চুপি লোক হাঁটতেশুরু করলে আমায় ভাঙিয়ে নেবার জন্যে। বেশি মাইনে দিতে চায়, নানারকম সুবিধে করে দিতে চায়। আমি কিছুতেই গেলাম না। জরীপের হেড কানুনগো কুড়ি টাকা পর্যন্তমাইনে দিতে চাইলে, আমি তখন পাই মোটে সাত টাকা। কিন্তু টাকার সুবিধের কথাআমার মনেই উঠল না। আমার মনিবকে তো আমি এ সব কথা কিছুই বলতাম না।

মাস পাঁচ-ছয় পরে কি জানি কেমন কুবুদ্ধি হল মনিবের, আমায় অকারণে বকুনিগালাগালি শুরু করলে। আগেও যে একেবারে না বকতো এমন নয়, কিন্তু তাতে মাত্রাথাকতো। পুরনো হওয়াতে মনিব বোধ হয় ভাবতে লাগল আমার আর যাবার জায়গা নেই—কাজেই কারণে অকারণে গাল-মন্দ ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

একদিন মনিব আমায় ডেকে বললে—শোন এদিকে। আলুতে বালি দিয়ে রাখোনি কেন? সব যে কল্ বেরিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে—

সন্ধ্যার কিছু আগে। আমি আধ মাইল দূরবর্তী দোকান থেকে সবেমাত্র তেল, মশলাকিনে ফিরে এসেচি। বললাম—বালি তো দেওয়াই ছিল, বর্ষাকালে বালি দিলেও কিকল্‌বেরুনো সামলানো যায় বাবু?

মনিব হঠাৎ চটে উঠে বললে—কি! পাজি, রাস্কেল, আমার সঙ্গে মুখোমুখি উত্তর?

বলেই আমায় মারলে দুটো চড়। তারপর গটগট করে বাইরে চলে গেল।

আমার হাত থেকে তেলের বোতল পড়ে চুরমার হয়ে গেল। মারের চোটে ওঅপমানে কান লাল হয়ে উঠল। সেখানে বসে পড়লুম এবং অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন এবং আমিও তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুমযে, মনিবের ওপর রাগের পরিবর্তে আমার উল্টে একটা করুণার উদ্রেক হল।ভাবলুম—আহা, লোকটা জানে না যে, ওর নিজের দোষে এবার আমি হাতছাড়া হয়েযেতে বসেছি। হেড কানুনগোর তাঁবুতে খবর পাঠাবার অপেক্ষা মাত্র। কানুনগোর সঙ্গেযে আমার মনিবের সদ্ভাব নেই, তাও সবাই জানে। খেও কাল থেকে হাত পুড়িয়েরেঁধে—এখানে আর বাঙালী রাঁধুনী মিলছে না!

এই কথা যতই ভাবি, ততই ওর ওপর করুণা ও অনুকম্পা গভীর হয়ে ওঠে। সেএক অপূর্ব অনুভূতি! ভগবান আমার বুকে এসে যেন তাঁর আসন পেতেছেন। ওকেআমি ছেড়ে গেলে ওর কষ্ট হবে এবং বিশেষ করে লোকটা কি বোকাই বনে যাবে নয়নে কখনো হেরিব না নাথ, দেখা হবে মনে মনে।আমার নিশীথ স্বপনে এসোএসো তন্দ্রা আবরণে। নয়নে কখনো হেরিব না নাথ, দেখা হবে মনে মনে।আমার নিশীথ স্বপনে এসোএসো তন্দ্রা আবরণে।এই ভেবেই আমার মন গলে গেল। নিজের অপমান ভুলেই গেলাম একেবারে।

রাত আটটা যখন বেজেচে, তখন আমি উঠে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলুম। তার আগেই ঠিক করে ফেলেছি আমি মনিবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ঘোড়ার সহিস্‌টা কিন্তু আড়াল থেকে আমার মার খাওয়াটা দেখেছিল। সে গিয়েসবাইকে গল্প করেছে। ফলে সকাল থেকে এক হেড কানুনগোর কাছ থেকেই আমারকাছে পাঁচবার লোক এলো আমায় ভাঙিয়ে নিতে।

তিন-চার দিন ধরে তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে মারলে। মনিব কাজে বেরিয়ে গেলেই তারা আসে। হেড কানুনগোর লোক এবং আরও লোক। কতরকম লোভদেখায়, মনিবের বিরুদ্ধে আমায় রাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

হেড কানুনগো বাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তিনি ঘোড়ায় চেপে কাজেবেরিয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন—ওহে শোনো, আমার লোক তোমার কাছেগিয়েছিল?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা তুমি আসতে রাজী হও না কেন? শুনলাম সেদিন তোমায় মেরেচে। ছিঃ ছিঃ—কি বলে তুমি সেখানকার ভাত এখনও মুখে তুলচো? চলে এস ওবেলা থেকেই আমার ওখানে। কি বল!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলুম। স্বয়ং হেড কানুনগো বাবু। তাঁকে 'না' বলি বা কিকরে, এ তো আর উড়ে চাকর বা আরদালির দল নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললুম—হুজুর, আজই যাব আপনার ওখানে। দেখুন না, মিছিমিছি সেদিন অমনি মার দিলেন—

—কি, হয়েছিল কি?

—কিছু না, ওঁর সোনার বোতামের সেটটা আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। পেয়েনিজের বাক্সে তুলে রাখি। ভেবেছিলুম এলে দিয়ে দেব। তারপর আর মনে নেই—সন্ধেবেলাউনি এদিকে পরদিন সকালে বোতাম হারিয়েচে বলে খুব তোলপাড়করচেন বাসা। আমি তখন গিয়েচি দোকানে। সে সময় উনি আমার তোরঙ্গটা খুঁজে বোতাম দেখতে পেয়েছেন সেখানে। তাই আমি দোকান থেকে আসতেই বললেন—রাস্কেল, তুই চুরি করে রেখেছিলি বোতাম তোর বাক্সে! এই বলেই মার। কিন্তু হুজুর, বাস্তবিক আমি চুরির মতলবে—

কানুনগোর মুখের ভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হতে লাগল, ঘুঘু লোক, বেশ বুঝলেনআমি চুরির মতলবেই সোনার বোতাম তোরঙ্গে রেখেছিলুম। এমন লোককে কে বাসায়স্থান দেবে? তিনি 'হুঁ', 'হাঁ', 'তা বটে' বলতে বলতে সরে পড়লেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দু-একদিনের মধ্যেই যে আমি মনিবের সোনার বোতামলুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই ধরা পড়াতে মার খেয়েছি। আর আমায় কেউ ভাঙ্‌চি দিতেআসে না। জেনে শুনে চোরকে কে কাছে রাখতে চায়?

মনিব একদিন আমায় বললে—এ কি শুনচি? তুমি কানুনগো বাবুর কাছে বলেচসোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলে বলে তোমায় মেরেছিলুম সেদিন? কেন এ কথাবললে?

বললুম সব কথা খুলে। ওরা ভাঙচি দিতে আসে, বিরক্ত করে সর্বদা, না বলেউপায় কি? ও কথা না বললে কি আমার নিস্তার ছিল?

মনিব বললে—তুমি অদ্ভুত লোক! এমন লোক আমি কখনো দেখিনি। আমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে নিজের নামে নিজেই একটা মিথ্যে অপবাদ রটালে? এ তোনিজের ভাই করে না, ছেলে করে না। তুমি রাঁধুনীর কাজ কোরো না, সাধারণ লোকনও তুমি। তোমাকে রাঁধুনী করে রেখে দিলে আমার অপরাধ হবে।

তিনি যদিও সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা সর্বৈব মিথ্যে, কিন্তু সেকথা কেউ বিশ্বাস করলে না। মনিবকে কত বোঝালুম, ছেড়ে যেতে চাইলুম না। তিনিহাতজোড় করে মাপ চাইলেন, বললেন—আমায় অপরাধী কোরো না, তুমি আমার রাঁধুনীর কাজ করবার লোক নও। যা হয়ে গিয়েচে তার চারা নেই—আর আমি সজ্ঞানে জেনে শুনে তোমায় দিয়ে চাকরের কাজ করাতে পারব না।

সেখানে চাকরি তো গেলই, যদিও এদিকে মনিব সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতামচুরির কথা মিথ্যে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করলে না। সবাই ভাবলে চুরির জন্যে আমার চাকরি গেল।

আসবার সময় মনিব তার ঘড়ি-চেন এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। এই দেখুনসেই ঘড়ি-চেন। কিন্তু সেই থেকে মনে কেমন একটা কষ্ট হল, পথে পথে বেড়াই। আরকারো বাড়ি রাঁধুনীর চাকরি নিইনি। নেবও না।